বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬

ভারতীয় সমাজে বাল্যবিবাহ দীর্ঘকাল ধরেই একটি অভিশাপ হিসাবে রয়েছে। বিশেষ করে পণপ্রথা চালু থাকায় পণের চাহিদা মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়তে থাকায় অনেক সময় আর্থিকভাবে দুর্বল বাবা-মা কন্যাকে বালিকা বয়সেই বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বর/কনের বয়স বেড়ে গেলে পণও বেড়ে যায়। কিন্তু এই বাল্যবিবাহ বিশেষ করে বালিকা মেয়েটির নানাধরণের ক্ষতিসাধন করে। প্রথমত নাবালিকা হওয়ায় বিয়ের ক্ষেত্রে তার স্বাধীন মতামতের সুযোগ থাকে না। সন্তান ধারণের সময় বেড়ে যাওয়ায় দীর্ঘকাল ধরে ঘন ঘন সন্তানের জন্ম দিতে হওয়ায় তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে; তার শিক্ষাকাল সমাপ্ত হয় না, তাই তার উপার্জনের যোগ্যতাও অর্জন হয় না। স্বাস্থ্যহীনতা, শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হতে দেয় না। পরনির্ভরশীলতা, আত্মসম্মান বোধহীনতা, কুসংস্কার তাকে ঘিরে ধরে। এই অবস্থা থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ আমলেই ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন প্রণীত হয়। এর পর এই আইন কয়েক দফা সংশোধনীর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬ হিসাবে পাশ হয়েছে।

একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ছাড়া ভারতের সব অংশের নাগরিক, এমনকি দেশের বাইরে বসবাসকারী হলেও এর আওতায় পড়বে।

বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়

(ক) বাল্যবিবাহ মানে যে বিবাহে পাত্রের বয়স ২১ বছর এবং পাত্রীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি ;

(খ) যদি পাত্রপাত্রীর মধ্যে একজনের বয়স আইন মাফিক না হয়।

কার কাছে আবেদন জানাতে হবে

(১) নাবালক পাত্র / পাত্রী অথবা তাদের বাবা-মা, অভিভাবক, আত্মীয়, বন্ধু , সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান স্থানীয় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে।

(২) সমাজ কল্যাণ আধিকারিকও বিষয়টি কোর্টের নজরে আনতে পারেন।

(৩) পাত্র / পাত্রী যে অঞ্চলের অধিবাসী বা যে অঞ্চলে বিয়ে হচ্ছে সেই এলাকার জেলা আদালতে (পারিবারিক আদালতে) অভিযোগের বিচার হবে।

(৪) পুলিশ অভিযোগ না নিলে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সরাসরি মামলা গ্রহণ করতে পারেন।

(৫) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যদি কোনও ভাবে খবর পান যে কোন বাল্যবিবাহ ঘটতে চলেছে , তিনি নিজে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নোটিশ দিয়ে বিয়ে বন্ধ করার জন্য আদেশ দিতে পারেন।

(৬) নাবালক / নাবালিকা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ার দু বছরের বেশি বাকি থাকলে যে কোনও সময়ে এই আবেদন করা যায়।

বাল্যবিবাহ বাতিল

এই আইন পাশ হওয়ার আগে বা পরে যদি বাল্যবিবাহ ঘটে তাহলে বিয়ের সময় পাত্র বা পাত্রীর যার বয়স যথাক্রমে ২১ বছর বা ১৮ বছরের কম ছিল তার ঐ বিয়ে বাতিল করার ইচ্ছামূলক অধিকার থাকবে। অবশ্য তার পক্ষে ঐ বিয়ে বাতিল করবার জন্য সে যে অঞ্চলের অধিবাসী সেই জেলার জেলা আদালতে আবেদন জানাতে হবে। আবেদনকারী নাবালক / নাবালিকা হলে তার অভিভাবক বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ অফিসারের (সমাজকল্যাণ আধিকারিক) মাধ্যমে এই আবেদন জানাতে পারেন।

জেলা আদালত এই বিয়ে বাতিল করার সময় উভয়পক্ষের বাবা মা, অভিভাবকদের বিয়ের সময় বিয়ে উপলক্ষে যে টাকা, গহনাপত্র, অন্যান্য দামী উপহার দেওয়া / নেওয়া হয়েছিল সেগুলি অথবা তার সমান মূল্যের অর্থ ফেরৎ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেবেন।

বিয়ে বাতিলের আদেশ দেওয়ার সময় জেলা আদালত আদেশ দিতে পারেন যে পাত্র পক্ষকে (বর নাবালক হলে তার বাবা-মা অথবা অভিভাবক) পাত্রীর আবার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাকে খোরপোষ দিতে হবে। খোরপোষের পরিমাণ আদালত নির্ধারণ করবেন। খোরপোষ মাসে মাসে বা এককালীন থোক হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। আবার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নাবালিকা পাত্রী কোথায় বাস করবে সে সম্পর্কেও আদালত নির্দেশ দিতে পারেন।

বাল্যবিবাহের সন্তান সম্পর্কিত

বাল্যবিবাহের ফলে সন্তানের জন্ম হলে ঐ সন্তানের কল্যাণ ও স্বার্থের সুরক্ষার জন্য আদালত উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের এবং তার খোরপোষের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

বাল্যবিবাহ আদালতের নির্দেশে বাতিল হলেও, ঐ বিবাহের ফলে জন্মানো সন্তান সর্বতোভাবে বৈধ।

বাল্যবিবাহের সাজা

(ক) ১৮ বছরের বেশি বয়সের পাত্র যদি বাল্যবিবাহ (নাবালিকা বিবাহ) করে, তবে তাকে দুই বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুই-ই একসঙ্গে ধার্য করা যেতে পারে।

(খ) বাবা, মা, অভিভাবক, পুরোহিত, ঘটক, কোনও সংস্থার সদস্য এবং অন্যান্যরা যারা নাবালক ছেলে / মেয়ের বিয়ে দেবেন, বিয়েতে অংশগ্রহণ করবেন অথবা অবহেলা করে বিয়েতে বাধা দেবেন না, তাঁদের দুবছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

এক্ষেত্রে কোন মহিলাকে শাস্তি হিসাবে জেলে দেওয়া যাবে না।